ভালো লাগা না লাগা

শীর্ষেন্দু দত্ত

আমার প্রতিটা ভালোলাগার জিনিসই কারো না কারো ঘৃণার বস্তু। কী করা আর। আর যারা ঘৃণা করে তারাও আমার পরম প্রিয়। যেমন, আমি যাকে ভালোবাসি, মানে প্রেমিকাকে আমার বউ অতীব ঘৃণা করে। আবার আমার প্রিয় মাল খাওয়াটাকে আমার প্রেমিকা ঘেন্না করে। আমি যে পলিটিক্যাল আইডিওলজিতে বিশ্বাস করি তাকে আমার রাষ্ট্র ঘেন্না করে। আমার অফিসে বসে ফেবু করতে খুউব ভালো লাগে। কিন্তু সেটা বসের না-পসন্দ। আমার বিড়ি খাওয়াটাকে আমার মেয়ে একদম পসন্দ করে না।

আমার আর তাই কাউকে সহ্য হয় না। আমি পাগল হয়ে যাব এভাবে চললে। কিন্তু পাগলকে কোনো শালাই পসন্দ করে না আমি তো জানি। সারাদিন - সারামাস - সারাবছর এই না-পসন্দের ফিরিস্তি শুনতে শুনতে আমার লাইফ হেল হয়ে গেল।

এসব আনসান ভাবতে ভাবতে একদিন রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছিলাম। পিছন থেকে মালগাড়িটা এসে আমায় টপকে দিল। কয়েক সেকেন্ডের কষ্টের পরই আমি হাওড়া ব্রীজের উপর এসে বসলাম ভয়ে ভয়ে। এই অ্যাকসিডেন্টটা তো সবারই দুঃখের হয়ে যাবে। কিন্তু ব্রিজের উপর থেকে দেখলাম এই প্রথম সবাই আমার কোনো কাজকে ঘৃণা করছে না!! আমার মেয়ে - বউ - প্রেমিকা - বস - রাষ্ট্র...।